খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং *S/73377 under WB Act XXVI of 1961*

২৫, ফার্ন রোড, কলকাতা - ৭০০ ০১৯

e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : www.jagadbandhualumni.com
Facebook : www.facebook.com/jbialumni
Blog : http://jagadbandhualumni.com/wordpress/

সভাপতি সুধীরঞ্জন সেনগুপ্ত '৬৬
সাধারণ সম্পাদক সৌভিক কুমার ঘোষ '৯০
পত্রিকা সম্পাদক সুকমল ঘোষ '৬৯

RNI No.WBBEN/2010/32438•Regd.No.:KOL RMS/426/2014-2016

• Vol 05 • Issue 14 • 15 February 2018 • Price Rs. 2.00 •

সম্পাদকীয়

সদ্য পুনর্মিলন উৎসব শেষ হল। এবারের পুনর্মিলন উৎসবের বৈশিষ্ট্য একটাই তা হল কোনো নামীদামি শিল্পীকে আমরা অনুষ্ঠান করতে আমন্ত্রণ জানাইনি। প্রাক্তনীরা মঞ্চে উঠে তাদের অন্তরের অনুভব ব্যক্ত করেছেন, কেউ কেউ আবার স্বরচিত রচনা পাঠ করে শুনিয়েছেন। এছাড়া জমিয়ে আড্ডা তৎসহ নৈশাহারের ব্যবস্থাও ছিল। বিদ্যালয়ের মাঠে সবুজায়ন দেখে উপস্থিত প্রাক্তনীরা খুবই খুশি হয়েছেন।

চেষ্টা করা হচ্ছে মাঠটা সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেলে একটা সাব জুনিয়র হকি টুর্নামেন্ট আয়োজন করবার।

স্কুলের মাঠে কিছু গাছপালা তো ছিলই, নতুন করে আমরা কিছু ফুলের গাছ লাগিয়েছি। এই উষ্ণায়নের দিনে প্রকৃতির সান্নিধ্য যে কতটা প্রয়োজন তা আমরা যারা নগরবাসী তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি।

স্কুলের সামনের শহিদ বেদি এবং জগদ্বন্ধু রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির সংস্কারসাধন, সামনের অংশটিকে সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেবার প্রয়াস শুরু হয়েছে।

স্কুলের প্রবেশ দ্বারের পার্শ্ববর্তী অংশটি যাকে এককথায় বলা যায় - বনবীথিতলা, তাকে বাঁধিয়ে দেওয়া হবে, তৈরি করা হবে সাইকেল স্ট্যান্ড, বাস্কেটবল বা ব্যাডমিন্টন কোর্ট। স্কুলের একতলার শৌচালয়গুলির আমূল সংস্কারসাধন করা হবে।

পরিশেষে জানাই ১৮মার্চ উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীরা অবশ্যই আসবেন। এছাড়া আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সকল কর্মপ্রয়াসে তাদের সক্রিয় সহযোগিতা অর্থাৎ আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য প্রত্যাশা করছি।

পুনর্মিলন উৎসবে প্রাক্তনীদের উচ্ছ্বসিত অংশগ্রহণ

১১ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে প্রাক্তনীদের বিদ্যালয়মুখী অভিযানে রবিবারের নিস্তব্ধ বিকেলের নিঃসঙ্গ স্কুলবাড়িটি সরগরম হয়ে উঠল। খানিকটা রীতি ভেঙেই দুপুর থেকে সরে এবারের বৈকালিক-সান্ধ্য পুনর্মিলন উৎসব চলল দুপুর ৩টে থেকে ৮-৯টার নৈশভোজ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ব্যাপী। চা-এর সঙ্গে আড্ডায়, গল্পে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময়ে এবং অপরিচয়ের গণ্ডী ভেঙে নবপরিচয়ের আদানপ্রদানে প্রাক্তনীরা ছিলেন মশগুল।

প্রাক্তন শিক্ষকদের অংশগ্রহণ, অ্যালমনির প্রাক্তন সভাপতিদের উপস্থিতি উৎসবের রত্নহারে হীরকদ্যুতি প্রদান করল। সদ্য অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মশাই চন্দন চট্টোপাধ্যায় তো ছাত্রদের ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতেই পারছিলেন না। শিক্ষকমশাই অলোক বোস তাঁর চিরতরুণ ভাবমূর্তি নিয়ে সদাই ছাত্রবেষ্টিত। একে একে কল্যাণীদি, অঞ্জনাদি, মঞ্জুদি, মান্নাবাবুরা এলেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে সেলফির শিকার হলেন বারংবার। অবশেষে প্রাক্তন শিক্ষকমশাই চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় সস্ত্রীক এসে আপ্লুত আন্তরিক ব্যবস্থাপনায়।

অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি সুধীরঞ্জন

... দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

উপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারক বক্তৃতা

মূল বক্তা ঃ

রুশতী সেন

১৮ মার্চ সন্ধে ৬ টা থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে।

প্রাক্তনী, প্রাক্তনী পরিবার এবং আগ্রহী শ্রোতাদের প্রতি উপস্থিত থাকার মুক্ত আহ্বান।

এই লিঙ্কে আমাদের ওয়েবসাইটে পাবেন রিইউনিয়নের ছবিগুলি:
http://www.jagadbandhualumni.com/PhotoShow.asp?p1=Reunion%202018

এই সংখ্যাটি শ্রী সন্দীপ চক্রবর্তী ১৯৯২-এর সৌজন্যে মুদ্রিত।

পুনর্মিলন উৎসবে ...

... প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেনগুপ্ত '৬৬ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন। বক্তব্য বললেন সহসভাপতি স্বপন রায়চৌধুরী '৫৩। মঞ্চে এলেন এবং বক্তব্য পেশ করলেন বর্তমান সম্পাদক এবং রিইউনিয়নের আহ্বায়ক শৌভিক কুমার ঘোষ '৯০। এরপর একে একে প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ কুমার সিংহ '৫৩, তপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী '৫৩, তুষার তালুকদার '৫৬ উপস্থিত হয়ে বিদ্যালয় ঘিরে অ্যালমনির কাজকর্মের প্রতি তাঁদের আশাভরসা ব্যক্ত করলেন সুচিন্তিত বক্তব্যে। তিন প্রাক্তন সভাপতি ছাড়াও বক্তব্য রাখলেন প্রাক্তন সম্পাদক রজত ঘোষ '৮৫।

আমাদের বিদ্যালয় হলঘরে ২০০২ সালের প্রাক্তনী ইন্দ্রনীল সরকার মাইক্রোফোন হাতে গল্পে কবিতায় আসর মাতিয়ে একে একে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছেন বিভিন্ন বক্তা এবং অংশগ্রহণকারীদের। দীপক মিত্র '৫২, ভাস্কর রায় '৬৭,প্রতীপ মুখোপাধ্যায় '৮৫, সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫, সঞ্জীব দত্ত '৮৭ এবং অঙ্কন মিত্র ২০০২ - এইসব প্রাক্তনীরা কেউ বা কিছু বললেন, কেউ তাঁদের স্বরচিত কোনো লেখা পাঠ করে শোনালেন। হলঘরের আড্ডার বাইরেও তখন হলের পাশের মঞ্চে, মাঠের ধারের রাস্তায়, অ্যালমনি ঘরের বারান্দায় বিভিন্ন ব্যাচের প্রাক্তনীরা ভিড় করে আছেন। মধ্যে সবুজ মাঠ হ্যালোজেনের আলোয় সমস্ত স্কুলবিল্ডিংকে সবুজ মায়াবী আলোর প্রলেপ দিয়েছে।

ওইদিন আমরা যে বার্ষিক খেয়া প্রকাশ করেছি, প্রত্যেক প্রাক্তনীকে তা দেওয়া হয়। এছাড়া একটি মেমেন্টো উপহারস্বরূপ দেওয়া হয় প্রত্যেককে - একটি টি-মাগ যার ওপরে আমাদের রি-ইউনিয়নের লোগো এবং বিদ্যালয়ের ছবি মুদ্রিত।

অবশেষে খাওয়া-দাওয়া শুরু। আইটেম - লুচি, ঘন ছোলার ডাল নারকেলযোগে, লম্বা বেগুন ভাজা, ভেজিটেবল চপ, কাশ্মীরি আলুরদ ম,িপসে পালাও,ম ুরগিরম াংস,চ াটনি পাপড়,ন লেন গুড়ের রসগোল্লা। হাল্কা ঠান্ডায় বেশ মনোলোভা খাবার। সকলেরই মনোগ্রাহী।

অবশেষে বিদায় পর্ব। সমস্ত অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আহ্বায়ক শৌভিক ঘোষ কিছুটা বাড়তি কৃতিত্বের দাবি রাখে, সন্দেহ নেই।

- সন্দীপ চট্টোপাধ্যায় '৮৫

সহপাঠী, সহকর্মী ও সহখেলোয়াড় - সুখেন্দু দত্ত

স্বপন রায়চৌধুরী '৫৩

সুখেন্দু জগদ্বন্ধু ইনস্টিটিশনে আমাদের শুধু সহপাঠীই ছিল না - ছিল সুখদুঃখের বন্ধু। জন্ম তার আসামের মরিয়ানিতে, প্রাথমিক শিক্ষা কৃষ্ণনগর সেন্ট থমাস মিশনারি স্কুল এবং ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশনের ছাত্র। ১৯৫৩ সালে আমরা একই সঙ্গে স্কুল ফাইনাল পাস করেছিলাম। ধীর, স্থির শান্ত স্বভাবের ফুটবল খেলোয়াড় সুখেন্দুর এক অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল। তখনকার স্কুল ফুটবল টিমটা ছিল ভালো। সুখেন্দু হাফে দুর্দান্ত ভূমিকায় থাকত। আমি ছিলাম লেফট-আউট, অমরনাথ রাইট-আউট, রথীন ছিল গোলকিপার, বিজয়কালি ছিল সেন্টার ফরোয়ার্ড, শ্রীদাম ছিল হাফে, উমাপতিকুমার-পুত্র কুমার ছিল ফরোয়ার্ডে। অধিনায়ক সুখেন্দু। আমাদের প্রধানশিক্ষক ছিলেন উপেন দত্ত আর ক্রীড়াশিক্ষক দিলীপ রায়। বিদ্যালয়ের হয়ে আমাদের এই টিম দক্ষিণ কলকাতা লিগ, দক্ষিণ-পূর্ব কলকাতায় বালিগঞ্জ ইনসটিটিউট ফুটবল টিমে অংশগ্রহণ করতাম। বালিগঞ্জ ইনসটিটিউট ছিল ১২ বছরের ফুটবল চ্যাম্পিয়ন ও ৬ বছরের জন্য শীল্ড চ্যাম্পিয়ন। সুখেন্দু ছিল এই টিমের খেলোয়াড়। আবার কখনওবা অধিনায়ক। প্রধানশিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য মাস্টারমশাইরা চেয়ার নিয়ে বসে ফুটবল খেলা দেখতেন। দিলীপ রায়ের নেতৃত্বে আমরা বিদ্যালয়ের হয়ে মান্টু শীল্ড, গোরাচাঁদ কাপ, অঘোর শীল্ড, কালীঘাট কাপ প্রভৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে খেলতে যেতাম। কালীঘাট পার্কে কালীঘাট কাপের খেলা হত। সেই মাঠ এখন আর নেই। সুখেন্দুর নেতৃত্বে অঘোর শীল্ড, কালীঘাট কাপ টুর্নামেন্ট আমরা পর পর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। দক্ষিণ কলকাতা স্কুল কাপ চ্যাম্পিয়ন পর পর দু'বছর।

বিদ্যালয় জীবন থেকে আমি চলে যাই বঙ্গবাসী কলেজে। সুখেন্দু আমহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি কলেজে। তখন সাউথ সিটি কলেজের জন্ম হয়নি। কলেজ ফুটবল তখন খুব জনপ্রিয় ছিল। সিটি কলেজে ছাত্রাবস্থায় সুখেন্দু এরিয়ান্স ক্লাবে ডাক পায়। পরের বছর কালীঘাট ক্লাব। তখনকার দিনে এইসব ক্লাব ফুটবল টিম ছিল খুবই উঁচুমানের। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল -মহামেডান ক্লাবে তো ভারতবিখ্যাত খেলোয়াড়দের সমাবেশ। কালীঘাট ক্লাবে খেলাকালীন সুখেন্দুর কৃতী খেলোয়াড়ি জীবনে যে যবনিকাপাত হবে স্বপ্নেও ভাবিনি। মোহনবাগান মাঠে জুনিয়র বেঙ্গল টিমের ট্রায়াল খেলা। ট্রায়ালের দ্বিতীয় দিন। বিপক্ষের কোনো একজন খেলোয়াড়ের সঙ্গে হেডে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে সংঘর্ষ হয়। আঘাত পেয়ে মাটিতে পড়ে যায় সে। হাসপাতালে ভর্তি হলে ডাক্তার আগামী তিন মাসের জন্য খেলা বারণ করে দেন। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসে, স্মৃতিভ্রম হয়, প্রতিভাবান সুখেন্দুর খেলোয়াড়ি জীবনের অবসান ঘটে। প্রধানশিক্ষক উপেন্দ্রনাথ দত্তের একান্ত প্রিয় খেলোয়াড় ও ছাত্র, সদালাপি, সমাজসেবী, প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোভাবের অধিকারী সুখেন্দু আজ আর নেই। ১৯৯৭ সালের ১২ জানুয়ারি ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় সুখেন্দুর জীবনাবসান ঘটে। সহপাঠী, সহখেলোয়াড় সুখেন্দুর কথা লিখতে বসে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বুঝি, নিয়তির একান্ত বিধানকে খণ্ডন করার সাধ্যি কারুর নেই।

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.